সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
ক.	প্রাথমিক মূল্যায়ন	০১
খ.	বিগত বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ	০৫
	অধ্যায় ০১: বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ	
১	বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি	০৬
২	বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস ও আলোচ্য বিষয়	১২
	অধ্যায় ০২: ধ্বনিতত্ত্ব	
৩	ধ্বনি ও বর্ণ	১৬
৪	ধ্বনির পরিবর্তন	২৩
৫	ণত্ব ও ষত্ব বিধান	২৭
৬	সন্ধি	৩০
৭	বাংলা বানানের নিয়ম	৪১
	অধ্যায় ০৩: শব্দতত্ত্ব / রূপতত্ত্ব	
৮	শব্দের শ্রেণিবিভাগ ও শব্দ ভাণ্ডার	৪৯
৯	সমাস	৫৯
১০	ধাতু	৭৫
১১	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	৭৮
১২	উপসর্গ	৮৮
১৩	অনুসর্গ	৯৪
১৪	পদ	৯৫

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫	দ্বিরুক্ত শব্দ	১০৬
১৬	ক্রিয়ার কাল ও বাংলা অনুজ্ঞা	১০৮
১৭	কারক ও বিভক্তি	১১২
১৮	পদাশ্রিত নির্দেশক	১২১
১৯	লিঙ্গ	১২২
২০	বচন	১২৬
	অধ্যায় ০৪: বাক্যতত্ত্ব	
২১	বাক্য	১২৮
২২	বাচ্য	১৩৫
২৩	উক্তি	১৩৭
২৪	যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার	১৩৯
২৫	এক কথায় প্রকাশ	১৪২
২৬	বাগ্‌ধারা	১৫২
২৭	প্রবাদ-প্রবচন	১৬৪
২৮	প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ ও বাক্য শুদ্ধি	১৬৯
	অধ্যায় ০৫: অর্থতত্ত্ব	
২৯	সমার্থক বা প্রতিশব্দ	১৭৬
৩০	বিপরীতার্থক শব্দ	১৮৩
৩১	পারিভাষিক শব্দ	১৮৯
৩২	ছন্দ ও অলংকার	২০০
	মডেল টেস্ট (১-৫)	২০৫

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী সূচিপত্র (পূর্ণমান: ১৫)

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ধ্বনি ও বর্ণ	১৬
০২	সন্ধি	৩০
০৩	বানান ও বাক্য শুদ্ধি	৪১
০৪	শব্দ	৪৯
০৫	সমাস	৫৯
০৬	প্রত্যয়	৭৮

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০৭	পদ	৯৫
০৮	বাক্য	১২৮
০৯	প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ	১৬৯
১০	সমার্থক শব্দ	১৭৬
১১	বিপরীতার্থক শব্দ	১৮৩
১২	পরিভাষা	১৮৯

অধ্যায় ০২ ধ্বনিতত্ত্ব

বিগত বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নের আলোকে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

পরিচ্ছেদ	বিষয়	গুরুত্ব	বিসিএস পরীক্ষা
২.১	ধ্বনি ও বর্ণ	✪✪✪	৪৬, ৪৫, ৪৩, ৪২, ৪১, ৩৮, ৩৭, ৩৬, ৩৫, ৩০ ও ২৯তম বিসিএস
২.২	ধ্বনির পরিবর্তন	✪✪✪	৪৪, ৪৩, ৪১ ও ৩৫তম বিসিএস
২.৩	ণত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান	✪	৩৬, ২৪, ২১ ও ২০তম বিসিএস
২.৪	সন্ধি	✪✪✪	৪৪, ৩৯, ৩৮, ৩৬, ৩৫, ৩১, ৩০, ২৯, ২৭, ২৩, ১৮, ১৭ ও ১৫তম বিসিএস
২.৫	বাংলা বানানের নিয়ম	✪✪✪	৪৫, ৪৪, ৪৩, ৪২, ৪১, ৪০, ৩৮, ৩৭, ৩৬, ৩৫ ও ৩৩, ৩২ ও ৩১তম বিসিএস

২.১ ধ্বনি ও বর্ণ

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। বাংলা ভাষায় কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চ অবস্থানে থাকে? [৪৬তম বিসিএস]
(ক) আ (খ) এ (গ) উ (ঘ) ও

০২। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বর কয়টি? [৪৬তম বিসিএস]
(ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

০৩। 'ধ্বনি' সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক নয়? [৪৫তম বিসিএস]
(ক) ধ্বনি দৃশ্যমান (খ) মানুষের ভাষার মূলে আছে কতগুলো ধ্বনি
(গ) ধ্বনি উচ্চারণীয় ও শ্রবণীয় (ঘ) অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্‌ধ্বনি

০৪। উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী নিচের কোনটি উচ্চমধ্য-সম্মুখ স্বরধ্বনি? [৪৫তম বিসিএস]
(ক) অ (খ) আ (গ) ও (ঘ) এ

০৫। বাগ্‌যন্ত্রের অংশ কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) স্বরযন্ত্র (খ) ফুসফুস (গ) দাঁত (ঘ) উপরের সবকটি

০৬। নিম্নবিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) আ (খ) ই (গ) এ (ঘ) অ্যা

০৭। মানুষের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে বলে? [৪২তম বিসিএস]
(ক) বাক প্রত্যঙ্গ (খ) অঙ্গধ্বনি (গ) স্বরতন্ত্রী (ঘ) নাসিকাতন্ত্র

০৮। নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে? [৪১তম বিসিএস]
(ক) যৌগিক ধ্বনি (খ) অক্ষর (গ) বর্ণ (ঘ) মৌলিক স্বরধ্বনি

০৯। ব্যঞ্জন ধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে - [৪১তম বিসিএস]
(ক) রেফ (খ) হসন্ত (গ) কার (ঘ) ফলা

১০। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [৩৮, ৩৫তম বিসিএস]
(ক) ৭ টি (খ) ৮ টি (গ) ৬ টি (ঘ) ১১ টি

১১। 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) হ্ + ম (খ) ক্ + ষ (গ) ষ্ + ম (ঘ) ম্ + হ

১২। বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) তৃতীয় বর্ণ (খ) দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ (গ) প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ (ঘ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ

১৩। 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) যৌগিক স্বরধ্বনি (খ) তালব্য স্বরধ্বনি (গ) মিলিত স্বরধ্বনি (ঘ) কোনোটি নয়

১৪। বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) ৭টি (খ) ৯টি (গ) ১০টি (ঘ) ৮টি

১৫। 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) জ্+ঞ (খ) ঞ্+গ (গ) ঞ্+জ (ঘ) গ্+ঞ

১৬। 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) ব+ন্+ধ+ন্ (খ) বন্+ধন্ (গ) ব+ন্ধ+ন (ঘ) বান্+ধন্

১৭। নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি? [৩০তম বিসিএস]
(ক) ভ (খ) ঠ (গ) ফ (ঘ) চ

১৮। বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণ কয়টি? [২৯তম বিসিএস]
(ক) ১৩টি (খ) ১০টি (গ) ১২টি (ঘ) ১১টি

১৯। 'ক্ষ'- এর বিশ্লিষ্ট রূপ- [২৩তম বিসিএস]
(ক) ক্ + ঘ (খ) ক্ + ষ + ণ (গ) ক্ + ষ + ম (ঘ) হ্ + ম

২০। বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি? [১৮তম বিসিএস]
(ক) এগারোটি (খ) নয়টি (গ) দশটি (ঘ) আটটি

২১। বর্ণ হচ্ছে- [১৪তম বিসিএস]
(ক) শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ (খ) একসঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ (গ) ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক (ঘ) ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ

২২। কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি? [১৩তম বিসিএস]
(ক) চ ছ (খ) ড ঢ (গ) ব ভ (ঘ) দ ধ

উত্তরমালা

০১	গ	০২	খ	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭	ক	০৮	খ
০৯	ঘ	১০	ক	১১	ক	১২	খ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	খ
১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	গ	২১	গ	২২	ক				

ধ্বনি

মানুষের বাক প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ কণ্ঠনালি, মুখবিবর, জিহ্বা, আল-জিহ্বা, কোমল তালু, শক্ত তালু, দাঁত, মাড়ি, চোয়াল, ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে 'ধ্বনি' বলা হয়। ধ্বনি হলো যেকোনো ভাষার মূল ভিত্তি। ধ্বনি সৃষ্টির জন্য আমরা ফুসফুস, শ্বাসনালি, স্বরযন্ত্র, গলনালি, কণ্ঠনালি, মুখবিবর, জিহ্বা, তালু, মূর্ধা, দাঁত, নাক, ঠোঁট ইত্যাদি প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করি। এই প্রত্যঙ্গগুলোকে বাক-প্রত্যঙ্গ বলে। সবগুলো বাক্-প্রত্যঙ্গকে একত্রে বলা হয় বাগ্‌যন্ত্র।

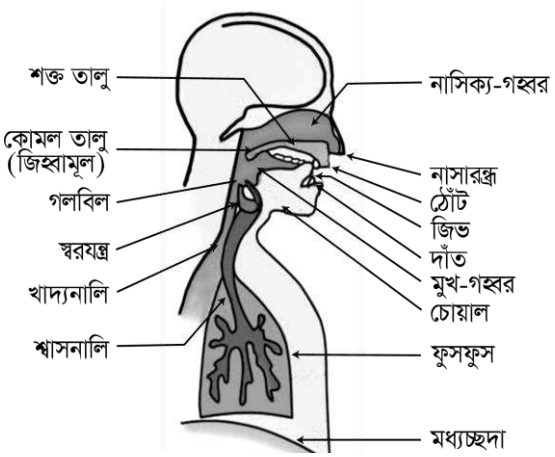

চিত্র: বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

ধ্বনির প্রকারভেদ

বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা –
১. স্বরধ্বনি ২. ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনি

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসতাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও বাধা পায় না, তাকে স্বরধ্বনি বলে।
স্বরধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হতে পারে। যেমন- অ, আ, ই ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধরনের স্বরধ্বনি

মৌলিক স্বরধ্বনি : যে স্বরধ্বনি এককভাবে উচ্চারণ করা যায় তাকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথা – অ, আ, ই, উ, এ, ও, এ্যা। ['এ্যা' ধ্বনির আবিষ্কারক মুহাম্মদ আব্দুল হাই]

যৌগিক স্বরধ্বনি : দুটো স্বরধ্বনি মিলে একটি স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে। যৌগিক স্বরধ্বনিকে দ্বিস্বর/মিশ্র স্বরধ্বনি/ সন্ধিস্বর/ দ্বৈতস্বর এবং সংযুক্ত স্বরধ্বনি নামে ডাকা হয়।
যেমন – অ + ই = অই (বই), অ + উ = অউ (বউ), অ + এ = অয় (ময়না), অ + ও = অও (লও)।

☞ বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ২৫টি।

আ + ই = আই (যাই, ভাই); আ + উ = আউ (লাউ); আ + এ = আয় (যায়, খায়); আ + ও = আও (যাও, খাও); ই + ই = ইই (দিই); ই + উ = ইউ (শিউলি); ই + এ = ইয়ে (বিয়ে); ই + ও = ইও (নিও, দিও); উ + ই = উই (উই, শুই); উ+ আ = উয়া (কুয়া);

যৌগিক স্বরবর্ণ : বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ রয়েছে দুইটি। যথা-ঐ (অ+ই), ঔ (অ+উ)। যেমন: কৈ, মৌ।
হ্রস্ব স্বরধ্বনি : যে স্বরের উচ্চারণে অল্প সময় লাগে তাকে হ্রস্বস্বর বলে। বাংলা ভাষায় হ্রস্বস্বর ৪টি। যথা – অ, ই, উ, ঋ।
দীর্ঘ স্বরধ্বনি : যে স্বরের উচ্চারণে দীর্ঘ সময় লাগে তাকে দীর্ঘস্বর বলে। বাংলা ভাষায় দীর্ঘস্বর ৭টি। যথা – আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ
অর্ধ স্বরধ্বনি : যে স্বরধ্বনি নিজে পূর্ণ অক্ষর গঠন করতে পারে না কিন্তু অক্ষর গঠনে সহায়তা করে। বাংলা ভাষায় অর্ধ স্বরধ্বনির সংখ্যা ৪টি। যথা– ই, উ, এ, ও [অর্ধস্বর হস্ (.) চিহ্ন দিয়ে লেখা হয়।]

স্বরধ্বনি উচ্চারণের ছক

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থান			ঠোঁটের উন্মুক্তি
	সম্মুখ, ওষ্ঠাধর প্রসৃত	কেন্দ্রীয়, ওষ্ঠাধর বিবৃত	পশ্চাৎ, ওষ্ঠাধর গোলাকৃত	
উচ্চ	ই, ঈ		উ, ঊ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্ন-মধ্য	অ্যা		অ	অর্ধ- বিবৃত
নিম্ন		আ		বিবৃত

উত্তরণ Brief

- মৌলিক স্বরধ্বনি – ৭টি।
- যৌগিক স্বরধ্বনি – ২৫টি।
- যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ/ যৌগিক স্বরবর্ণ – ২টি (ঐ, ঔ)।
- অর্ধ স্বরধ্বনি – ৪টি।

ব্যঞ্জনধ্বনি

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসতাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও বাধা পায় কিংবা ধাক্কা লাগে তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে না। উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

স্পর্শধ্বনি : মুখের মধ্যে ফুসফুস থেকে আসা বাতাস মুহূর্তের জন্য সম্পূর্ণ রুদ্ধ বা বন্ধ হওয়ার পর অকস্মাৎ মুখ দিয়ে বের হয়ে যে সমস্ত ধ্বনি উচ্চারিত হয় সে ধ্বনিগুলোকে স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি বলে।
ক্ থেকে ম্ পর্যন্ত (ক-ম) ধ্বনিগুলোকে স্পর্শ ধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় স্পর্শ ধ্বনি ২৫ টি। এই ২৫টি ধ্বনি পাঁচটি বর্গে বিভক্ত।

উচ্চারণের স্থান ও উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাজন দেখানো হলো–

বর্ণ হিসেবে নাম	উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী নাম	উচ্চারণের স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
			অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
ক বর্গীয়	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ	জিহ্বার গোড়ালি ও তালুর নরম অংশের সহযোগে।	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ বর্গীয়	তালব্য বা অগ্রতালুজাত বর্ণ	দন্তমূলের শেষাংশ ও জিহ্বার সহযোগে।	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট বর্গীয়	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ	দন্তমূল ও জিহ্বার সম্মুখভাগ।	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত বর্গীয়	দন্ত্য বা অগ্রদন্তমূলীয় বর্ণ	জিহ্বার আর দাঁতের উপরের পাটির সংস্পর্শে।	ত	থ	দ	ধ	ন
প বর্গীয়	ওষ্ঠ্যবর্ণ	দুই ঠোঁটের সংস্পর্শ।	প	ফ	ব	ভ	ম

বর্ণ	উচ্চারণস্থান অনুসারে বর্ণের নাম	উচ্চারণের স্থান
অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূল
ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ. শ, য, য়	তালব্য বা অগ্রতালুজাত বর্ণ	তালু
ঋ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ষ, র, ড়, ঢ়	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ	মূর্ধা
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	দন্ত্য বা অগ্রদন্তমূলীয় বর্ণ	দন্ত্য বর্ণ
উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ্যবর্ণ	ওষ্ঠ্য
এ, ঐ	কণ্ঠ তালব্য বর্ণ	কণ্ঠ ও তালু
ও, ঔ	কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি

অল্পপ্রাণ : যে সকল ধ্বনির উচ্চারণের সময় নিশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না/ শ্বাসবায়ুর বেগ অল্প থাকে তাকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন- ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি। [প্রতিটি বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ অল্পপ্রাণ]

মহাপ্রাণ : যে সকল ধ্বনির উচ্চারণের সময় নিশ্বাস জোরে সংযোজিত হয়/ শ্বাসবায়ুর বেগ বেশি থাকে তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন- খ, ছ, ধ ইত্যাদি। [প্রতিটি বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণ]

ঘোষ ধ্বনি : যে বর্ণ উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপে, তাকে ঘোষ বর্ণ বা নাদ বর্ণ বলে। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম ধ্বনিকে ঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন- গ, ঘ ইত্যাদি।

অঘোষ ধ্বনি : যে বর্ণ উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপে না, তাকে অঘোষ বর্ণ বলে। বর্গের প্রথম এবং দ্বিতীয় ধ্বনিকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন- ক, খ, ইত্যাদি।

উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী স্পর্শ ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোর ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিম্নরূপ

উষ্ম বা শিশ ধ্বনি : শ, ষ, স- এই তিনটি বর্ণকে উষ্ম বর্ণ বলে। শিশ দেয়ার ধ্বনির সাথে এর মিল আছে বলে, এদের ঘর্ষণজাত ধ্বনি বা শিশ ধ্বনি বা শিশবর্ণও বলা হয়। এই বর্ণগুলোর উচ্চারণ ইংরেজি Sh এর মতো। 'হ' বর্ণও একটি উষ্ম ঘোষ বর্ণ। কণ্ঠনালিতে এটি উৎপন্ন হয়।

স্পৃষ্ট-ঘর্ষণজাত : এই ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় বাতাস প্রথমে স্পৃষ্ট ধ্বনির মতো মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়, কিন্তু দ্রুত বের না হয়ে কিছুটা বিলম্বে ঘর্ষণ ধ্বনি তৈরি করে বের হয়। অর্থাৎ স্পৃষ্ট + ঘর্ষণজাত = ঘৃষ্ট। চ, ছ, জ, ঝ এ জাতীয় ধ্বনি। তবে মুহম্মদ আবদুল হাই এগুলোকে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

পরাশ্রয়ী ধ্বনি : এরা কখনও স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। অন্য বর্ণের সাহায্যে এরা ব্যবহৃত হয়। পরাশ্রয়ী বর্ণ ৩টি। যথা: (ং, ঃ, ঁ)।

অন্তঃস্থ ধ্বনি : স্পর্শ ধ্বনির মাঝে আছে বলে য, র, ল, ব- এ ধ্বনিগুলোকে অন্তঃস্থ ধ্বনি/বর্ণ বলা হয়।

পার্শ্বিক ধ্বনি : জিহ্বার দু'পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। যেমন: ল (১টি)।

তাড়নজাত ধ্বনি : জিহ্বার উলটো পিঠের দ্বারা উপরের দন্তমূলে আঘাত বা তাড়না করে উচ্চারিত হয় বলে তাড়নজাত ধ্বনি বলে। যেমন- ড়, ঢ়।

কম্পনজাত ধ্বনি : জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে উচ্চারিত হলে তা কম্পনজাত ধ্বনি। কম্পনজাত ধ্বনি হলো – র।

উত্তরণ Brief

- স্পর্শধ্বনি – ২৫টি।
- শিশধ্বনি/ উষ্মধ্বনি/ঘর্ষণজাত ধ্বনি – শ, ষ, স, হ
- পরাশ্রয়ী ধ্বনি – ং, ঃ, ঁ
- অন্তঃস্থ ধ্বনি – য, র, ল, ব
- কম্পনজাত ধ্বনি – র
- পার্শ্বিক ধ্বনি – ল
- তাড়নজাত ধ্বনি – ড়, ঢ়
- নাসিক্য বর্ণ – ঙ, ঞ, ণ, ন, ম

বর্ণ ও বর্ণমালা

বর্ণ: ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ বলে। অর্থাৎ ধ্বনির লিখিত রূপই বর্ণ। যেমন – অ, আ, ক, খ ইত্যাদি। একটি ধ্বনিতে একটি প্রতীক বা বর্ণ থাকে। বর্ণ দু'প্রকার। যথা –

১. স্বরবর্ণ (১১টি) – অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

২. ব্যঞ্জনবর্ণ (৩৯টি) – ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ

স্বরবর্ণ : যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে তাকে স্বরবর্ণ বলে। যেমন– অ, ই, ঈ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ : যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না তাকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। যেমন– ক, চ, ত, প ইত্যাদি।

অক্ষর : সাধারণত বর্ণ ও অক্ষরকে এক বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ণ ও অক্ষর এক নয়। বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে একটি শব্দের যে অংশ একবারে উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বলে। একে শব্দাংশও বলা যায়। ইংরেজি ভাষায় অক্ষরকে Syllable বলে। যেমন– বাংলা 'বন্ধন' শব্দে বন্ + ধন্ দুটো অক্ষর, কিন্তু ব-ন্-ধ-ন্ এগুলো অক্ষর নয় এগুলো বর্ণ। অক্ষর দুই প্রকার। যথা: ১. স্বরান্ত অক্ষর বা মুক্তাক্ষর (Opened Syllable), ২. ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বা বদ্ধাক্ষর (Closed Syllable)।

স্বরান্ত অক্ষর : যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে স্বরান্ত অক্ষর বলে। যেমন: 'কথা' এবং 'মালা' শব্দ দুটির শেষে আ আছে; তাই এগুলো স্বরান্ত অক্ষর।

ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর : যে অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বলে। যেমন: 'বাদল' এবং 'নয়ন' শব্দ দুটির শেষে স্বরবর্ণ নেই; তাই এগুলো ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর।

মাত্রা : স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের মাথার ওপরে যে সোজা দাগ (–) থাকে তাকে মাত্রা বলে । যেমন: – 'এ' বর্ণে কোনো মাত্রা নেই । কিন্তু মাত্রা (ত্র) দেয়া হলে এটি ভিন্ন বর্ণে পরিণত হয়। (ত্র) মাত্রার কারণে তখন বর্ণটি হয়- ত +্র।

মাত্রার উপর ভিত্তি করে বর্ণ ৩ প্রকার। যথা –

বর্ণ	সংখ্যা	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ
মাত্রাহীন বর্ণ	১০টি	৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ)	৬টি (ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ)
অর্ধমাত্রার বর্ণ	৮টি	১টি (ঋ)	৭টি (খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ)
পূর্ণমাত্রার বর্ণ	৩২টি	৬টি (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ)	২৬টি

কার: স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে। বাংলা বর্ণমালায় কার ১০টি। যথা –

স্বরবর্ণের কার	উদাহরণ	স্বরবর্ণের কার	উদাহরণ
আ–কার (া)	আম, কলা, ইত্যাদি	ঋ–কার (ৃ)	কৃষক, তৃণ ইত্যাদি
ই–কার (ি)	ইলিশ, লিচু ইত্যাদি	এ–কার (ে)	নেতা, বেত ইত্যাদি
ঈ–কার (ী)	কাদম্বিনী, নবীন ইত্যাদি	ঐ–কার (ৈ)	কৈ, তৈরি ইত্যাদি
উ–কার (ু)	দুঃখ, পুরানো ইত্যাদি	ও–কার (ো)	মোরগ, গোশত ইত্যাদি
ঊ–কার (ূ)	দুকূল, পূর্ণ ইত্যাদি	ঔ–কার (ৌ)	নৌকা, চৌচালা ইত্যাদি

ফলা: ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে 'ফলা' বলে। ব্যঞ্জনবর্ণের 'ফলা' ৬টি। যথা –

ব্যঞ্জনবর্ণের ফলা	উদাহরণ	ব্যঞ্জনবর্ণের ফলা	উদাহরণ
য–ফলা (্য)	ব্যাঙ, খ্যাতি, সহ্য	র–ফলা (্র)	প্রমাণ, দ্রব্য, শ্রম, ক্রয়
ব–ফলা (্ব)	পক্ব, বিশ্ব, অশ্ব	ন/ ণ–ফলা (্ন / ্ণ)	বিভিন্ন, যত্ন, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ
ম–ফলা (্ম)	পদ্ম, সম্মান, স্মরণ	ল–ফলা (্ল)	ক্লান্ত, ম্লান, অম্ল

উত্তরণ Special

মনে রাখুন: বল রমযান ⟶ ব = ব–ফলা; ল = ল–ফলা; র = র–ফলা; ম = ম–ফলা; য = য–ফলা; ন = ন/ণ–ফলা।

রেফ (র্) : হসন্ত 'র'ধ্বনি ব্যঞ্জন ধ্বনির অব্যবহিত আগে ব্যবহৃত হলে, লেখার সময় সাধারণত র্ (র- এ হসন্ত) রূপে লেখা হয় না । সেটি রেফ (র্) রূপে লিখিত হয় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনের মাথায় বসে। যেমন – ধর্ম (ধর্‌ম) (ধ্ + অ + র্ + ম্ + অ), বর্জন (ব্ + অ + র্ + জ্ + অ + ন) ইত্যাদি।

নাসিক্য বর্ণ : যে সকল বর্ণ উচ্চারণ করতে নাকের সাহায্য নিতে হয় তাকে নাসিক্য বর্ণ/অনুনাসিক/সানুনাসিক বর্ণ বলা হয়। নাসিক্য বর্ণ ৫টি। যথা – ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

নিলীন বর্ণ : 'অ' স্বরবর্ণটির কোনো 'কার' বা সংক্ষিপ্ত রূপ নেই। তাই 'অ' কে নিলীন বর্ণ বলে।

বর্ণমালা : বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ- ৫০টি। বাংলা ধ্বনির লিখিত রূপ বা বাংলা বর্ণের সমষ্টিকে বলা হয় বর্ণমালা এবং তাদের প্রত্যেককে বলা হয় বাংলা লিপি। আধুনিক বাংলা ভাষায় মোট ৪৫টি বর্ণের পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়।

কতিপয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ

গঠন	উদাহরণ ও উচ্চারণ
ক্ + ষ = ক্ষ	ক্ষেত্র = ক্ষেত্‌রো, রক্ষা = রোক্‌খা। কিন্তু শব্দের মাঝে বা শেষে ক্ষ থাকলে উচ্চারণ হবে 'ক্‌খ' যেমন – ভিক্ষুক = ভিক্‌খুক্‌।
হ্ + ম = হ্ম	ব্রাহ্মণ = বাংলায় ব্রাম্‌হন।
জ্ + ঞ = জ্ঞ	জ্ঞান = গ্যাঁন্, বিজ্ঞান = বিগ্‌গ্যাঁন্।
ঞ্ + জ = ঞ্জ	অঞ্জন = অন্‌জোন্, গঞ্জনা = গন্‌জোনা।
ঞ্ + চ = ঞ্চ	অঞ্চল = অন্‌চল্, পঞ্চম = পন্‌চোম্
ঞ্ + ছ = ঞ্ছ	বাঞ্ছা = বান্‌ছা, লাঞ্ছনা = লান্‌ছোনা।
ঞ্ + ঝ = ঞ্ঝ	ঝঞ্ঝা = ঝন্‌ঝা, ঝঞ্ঝাট = ঝন্‌ঝাট্।
ষ্ + ণ = ষ্ণ	উষ্ণ = উশ্‌নো, কৃষ্ণ = ক্রিশ্‌নো।
ত্ + থ = ত্থ	অশ্বত্থ = অশ্‌শত্‌থো, উত্থান = উত্‌থান্।
দ্ + ধ = দ্ধ	বদ্ধ = বদ্‌ধো, উদ্ধার = উদ্‌ধার্।
হ্ + ণ = হ্ণ	অপরাহ্ণ = অপোরান্‌হো, পূর্বাহ্ণ = পুরবান্‌হো।
হ্ + ন = হ্ন	আহ্নিক = আন্‌হিক্, মধ্যাহ্ন = মোদ্‌ধান্‌হো।

গঠন	উদাহরণ ও উচ্চারণ
হ + য-ফলা= হ্য	বাহ্যজ্ঞান = বাজ্‌ঝোগ্যাঁন্, সহ্যশক্তি = শোজ্‌ঝোশোক্‌তি, ঐতিহ্য = ওইতিজ্‌ঝো।
ত্ + ত = ত্ত	উত্তাল = উত্‌তাল, মত্ত = মত্‌তো।
ত্ + ন = ত্ন	যত্ন = জত্‌নো, রত্ন = রত্‌নো।
ত্ + ম = ত্ম	আত্মা = আত্‌তাঁ, আত্মীয় = আত্‌তিঁও।
ত্ + র = ত্র	যাত্রী = জাত্‌ত্রি, পাত্র = পাত্‌ত্রো।
ত্ + র + উ = ত্র + উ = ক্রু	ক্রুটি = ক্রুটি, শত্রু = শোত্‌রু।
ন্ + থ = ন্থ	পন্থা = পন্‌থা, মন্থর = মন্‌থোর।
ন্ + ধ = ন্ধ	অন্ধ = অন্‌ধো, বন্ধু = বোন্‌ধু।
ন্ + ত + উ =ন্তু	কিন্তু = কিন্‌তু, জন্তু = জোন্‌তু।
ণ্ + ন = ণ্ণ	অক্ষুণ্ণ = অক্‌খুন্‌নো, বিষণ্ণ = বিশন্‌নো।
ন্ + ম = ন্ম	উন্মাদ = উন্‌মাদ্, উন্মথিত = উন্‌মোথিতো।
গ্ + ন = গ্ন	অগ্নি = ওগ্‌নি, মগ্ন = মগ্‌নো।

গঠন	উদাহরণ ও উচ্চারণ
হ + ঋ = হৃ	অপহৃত = অপোর্হিতো, হৃদয় = রিহ্দয়্।
ণ + ড = ণ্ড	কাণ্ড = কান্ডো, দণ্ড = দন্ডো।
ম্ + ম = ম্ম	সম্মতি = শম্মোতি, সম্মান = শম্মান্।
ক্ + র = ক্র	ক্রয়= ক্রয়, ক্রন্দন = ক্রোনদোন
ক্ + ত = ক্ত	ভক্তি = ভোক্তি, শক্ত = শক্তো।
ট্ + ট = ট্ট	চট্টগ্রাম = চট্টোগ্রাম, হট্টগোল = হট্টোগোল।

গঠন	উদাহরণ ও উচ্চারণ
স্ + ত্ + উ = স্তু	বস্তু = বোস্তু, প্রস্তুত = প্রোস্তুত্।
ব্ + ধ = ব্ধ	উপলব্ধি = উপোলোব্ধি, ক্ষুব্ধ = খুব্ধো।
ট + র-ফলা (্র) = ট্র	উষ্ট্র = উশ্ট্রো, রাষ্ট্র = রাশ্ট্রো।
স্ + থ = স্থ	অস্থির = অস্থির্, দুস্থ = দুস্থো।
দ্ + ব ফলা = দ্ব	উদ্বেল = উদ্বেল্, দ্বিধা = দিধা।
গ্ + ধ = গ্ধ	দগ্ধ = দগ্ধো, মুগ্ধ = মুগ্ধো।

এক পলকে স্বরবর্ণ

বিষয়	সংখ্যা	বর্ণ
সংখ্যা	১১টি	(অ-ঐ)
পূর্ণমাত্রা	৬টি	অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ
অর্ধমাত্রা	১টি	ঋ
মাত্রাহীন	৪টি	এ, ঐ, ও, ঔ
হ্রস্বস্বর	৪টি	অ, ই, উ, ঋ
দীর্ঘস্বর	৭টি	আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ
সম্মুখ স্বরধ্বনি	৩টি	ই, এ, অ্যা
পশ্চাৎ স্বরধ্বনি	৩টি	অ, ও, উ
বিবৃত স্বরধ্বনি	১টি	আ
সংবৃত স্বরধ্বনি	২টি	ই, উ
কারহীন	১টি	অ
মধ্যস্বরধ্বনি	১টি	আ
নিলীন বর্ণ	১টি	অ
যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ	২টি	ঐ (অ+ই), ঔ (অ+উ)

এক পলকে ব্যঞ্জনবর্ণ

বিষয়	সংখ্যা	বর্ণ
সংখ্যা	৩৯টি	(ক – ঁ)
পূর্ণমাত্রা	২৬টি	ক, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, দ, ন, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়।
অর্ধমাত্রা	৭টি	খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ
মাত্রাহীন	৬টি	ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ
পরাশ্রয়ী বর্ণ	৩টি	ং, ঃ, ঁ
বর্গ	৫টি	ক, চ, ট, ত, প (বর্গ)
অঘোষ বর্ণ	বর্গের ১ম, ২য় বর্ণ	
ঘোষ বর্ণ	বর্গের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম	
অল্পপ্রাণ	বর্গের ১ম, ৩য়	
মহাপ্রাণ	বর্গের ২য়, ৪র্থ বর্ণ	
নাসিক্য বর্ণ	ঙ, ঞ, ণ, ন, ম -এ ৫টি বর্ণ এবং ং, ঃ, ঁ যে বর্ণের সংঙ্গে লিখিত হয় সেই বর্ণগুলোকে।	
অনুবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপকে বলা হয় অনুবর্ণ। অনবর্ণ ৩ প্রকার। যথা– ফলা, রেফ, বর্ণসংক্ষেপ।	

নমুনা প্রিলি প্রশ্ন

০১। নিচের কোনটি অনুবর্ণের অন্তর্ভুক্ত?
(ক) রেফ (খ) বর্ণসংক্ষেপ (গ) ফলা (ঘ) সবকটি

০২। পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে?
(ক) মৌলিক স্বরধ্বনি (খ) যৌগিক স্বরধ্বনি (গ) মূলধ্বনি (ঘ) সমধ্বনি

০৩। কম্পিত ব্যঞ্জনের উপস্থিতি আছে কোন শব্দে?
(ক) বড় (খ) গাঢ় (গ) চানাচুর (ঘ) হঠাৎ

০৪। 'য' এর উচ্চারণ স্থানগত অবস্থান কি?
(ক) কণ্ঠ (খ) তালব্য (গ) দন্তমূলীয় (ঘ) মূর্ধন্য ব্যঞ্জন

০৫। 'পদ্মা সেতু' বানানে কয়টি অক্ষর আছে?
(ক) পাঁচটি (খ) ছয়টি (গ) চারটি (ঘ) সাতটি

০৬। হ্ন কোন দুটি বর্ণের যুক্তরূপ?
(ক) হ + ন (খ) হ্ + ণ (গ) ন + হ (ঘ) ণ + হ

০৭। Phonology- এর বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি?
(ক) Phone সংক্রান্ত বিদ্যা (খ) দর্শনতত্ত্ব (গ) ভাষাতত্ত্ব (ঘ) ধ্বনিতত্ত্ব

০৮। 'ষ্ণ' যুক্তব্যঞ্জনে কী কী বর্ণ আছে?
(ক) ষ্ + ণ (খ) ষ্ + ন (গ) ষ্ + ঞ (ঘ) ষ + ণ

০৯। 'ক' বর্ণের ধ্বনিসমূহের উচ্চারণ স্থান কোনটি?
(ক) জিহ্বামূল (খ) অগ্রতালু (গ) পশ্চাৎদন্তমূল (ঘ) অগ্রদন্তমূল

১০। কোন পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টে গিয়ে মূর্ধাকে স্পর্শ করে?
(ক) ক খ, গ ঘ ঙ (খ) চ ছ জ ঝ ঞ (গ) ট ঠ ড ঢ ণ (ঘ) ত থ দ ধ ন

১১। উচ্চারণের সময় মুখ বিবর উন্মুক্ত থাকে বলে 'আ'কে কী ধ্বনি বলে?
(ক) হ্রস্বধ্বনি (খ) বিবৃত স্বরধ্বনি (গ) সম্মুখ স্বরধ্বনি (ঘ) পশ্চাৎ স্বরধ্বনি

১২। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিবর্গের পঞ্চম বর্ণের ধ্বনিটি-
(ক) ঘোষ ধ্বনি (খ) অঘোষ ধ্বনি (গ) মহাপ্রাণ ধ্বনি (ঘ) নাসিক্য ধ্বনি

১৩। তাড়নজাত ব্যঞ্জনধ্বনি কোনটি?
(ক) ক, ঘ (খ) চ, ছ (গ) ড়, ঢ় (ঘ) প, ফ

১৪। নিচের কোন ধ্বনিটি ঘোষ?
(ক) চ (খ) খ (গ) প (ঘ) দ

১৫। ভাষার মূল উপাদান হলো?
(ক) বর্ণ (খ) শব্দ (গ) ধ্বনি (ঘ) বাক্য

১৬। উচ্চারণ স্থানের নামানুসারে চ-বর্গের বর্ণগুলো কী নামে পরিচিত?
(ক) কণ্ঠ্য বর্ণ (খ) তালব্য বর্ণ (গ) দন্ত্য বর্ণ (ঘ) ওষ্ঠ্য বর্ণ

১৭। কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি?
(ক) গ, ঘ (খ) দ, ধ (গ) প, ফ (ঘ) জ, ঝ

১৮। কোনগুলো শিশ ধ্বনি?
(ক) ঙ, ঞ, ন (খ) শ, স, ষ (গ) প, ফ, ভ (ঘ) য, র, ল

১৯। নিচের কোনটি নিলীন বর্ণ?
(ক) আ (খ) ল (গ) অ (ঘ) হ

২০। বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা যথাক্রমে-
(ক) ৩২, ৮, ১০ (খ) ৩২, ৭, ১১ (গ) ৩০, ৮, ১২ (ঘ) ৩২, ৭, ৯

২১। বাংলা ভাষায় স্পর্শ বর্ণের সংখ্যা কতটি?
(ক) ২৩টি (খ) ২৪টি (গ) ২৫টি (ঘ) ২৬টি

২২। কোনগুলো অল্পপ্রাণ ধ্বনি?
(ক) ক, চ, ট (খ) খ, দ, ঠ (গ) থ, ফ, ধ (ঘ) ঘ, ঝ, ঢ

২৩। বাংলা বর্ণমালাভুক্ত 'ঐ' এবং 'ঔ' হচ্ছে-
(ক) মৌলিক ধ্বনি (খ) যৌগিক ধ্বনি (গ) যৌগিক বর্ণ (ঘ) দ্বিলেখ

২৪। কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' সৃষ্টি হয়?
(ক) ও + আ (খ) অ + ই (গ) এ + ই (ঘ) ক + ই

২৫। 'হ্ম' কোন দুটি বর্ণের যুক্তরূপ?
(ক) ক + ষ (খ) ষ + ম (গ) হ + ম (ঘ) হ + ন

২৬। উচ্চারণ অনুযায়ী নিচের কোনটি মূর্ধন্য বর্ণ?
(ক) ঋ (খ) ঈ (গ) উ (ঘ) কোনোটিই নয়

২৭। বাংলা বর্ণমালার পরাশ্রয়ী বর্ণের সংখ্যা কয়টি?
(ক) ছয়টি (খ) চারটি (গ) তিনটি (পরাশ্রয়ী ধ্বনি:২ টি) (ঘ) পাঁচটি

২৮। অন্তঃস্থ বর্ণ কোনটি?
(ক) ন, ণ, ঞ এবং ম (খ) স, ষ, শ এবং হ (গ) ই, এ, ষ এবং র (ঘ) য, ব, র এবং ল

২৯। ফলাযুক্ত শব্দ কোনটি?
(ক) পল্বল (খ) শক্ত (গ) লিপ্সা (ঘ) কর্জ

৩০। 'এ' এর বিকৃত উচ্চারণ কোনটি?
(ক) এ্যা (খ) অ্যা (গ) এ (ঘ) এঁ

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	খ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	ঘ	০৮	ক	০৯		১০	গ
১১	খ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫		১৬	খ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	গ	২০	ক
২১	গ	২২	ক	২৩	গ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	গ	২৮		২৯	ক	৩০	খ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]